দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 06 FEB 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

36

ডাকসু নির্বাচনের আর একদিন বাকী ঃ প্রচার তুঙ্গে

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

ডাকসু নির্বাচনী প্রচার এখন তুঙ্গে। বড় আর ছোট ছোট মিছিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন কলরব মুখর। বিভিন্ন হলগুলোতেও প্রচার আর মিছিলের অন্ত নেই। ডাকসু নির্বাচনের আর মাত্র ১ দিন বাকী।

ব্যানার, ফেষ্টুন, পোষ্টার ইত্যাদিতে ক্যাম্পাস ছেয়ে গেছে। কোথাও কোন ফাঁকা জায়গা নেই। সর্বত্র প্রচার আর প্রচার। মিছিল আর খন্ড মিছিল। ব্যানার, **পোষ্টার ও নির্বাচনী** প্রচারণা শুধু ক্যাম্পাস ও হলগুলোতে আর সীমাবদ্ধ নেই।

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

গতকাল সন্ধ্যায় শামসুন্নাহার হল শাখা জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল-এর একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে রহস্যজনকভাবে দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার পর ভিসি প্রফেসর এম এ মান্নান সেখানে উপস্থিত হলে ছাত্রীরা তাঁকে ঘেরাও করে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়

ইনকিলাব

ডাকসু নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নগরীর বিভিন্ন অলি-গলিতে পোষ্টার আর ব্যানার। ভোট চাওয়ার ধর্না দেয়া হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের বাসায় বাসায়। সব মিলিয়ে ডাকসুর নির্বাচনী প্রচারণা এখন জমজমাট, কলরব মুখর। মিছিল আর শ্লোগানে গতকাল ক্যাম্পাসে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। ঢকে-ঢোল আর করতালির মিছিলে মিছিলে গতকাল বিকেলে টি এস সি'র আশপাশ চত্বর, দুপুরের মধুর ক্যান্টিন বেশ জমে উঠে। এই সুযোগে বেরসিকও রসিকতার স্বাদ পেয়েছে।

গতকাল দুপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে নির্বাচনী প্রচার মিছিল বের করা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিল ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে দুপুরে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে প্যানেল পরিচিতি অনুষ্ঠানে মিলিত হয়।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি। মোহসীন হল, জিয়া, মুজিব, শহীদুল্লা, ফজলুলহক, এস, এম হল, রোকেয়া ও শামসুন নাহার হলসহ বিভিন্ন হলে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ভাল অবস্থানে থাকলেও জগন্নাথ হলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অবস্থানকে তারা ডিঙ্গাতে পারছে না। জহুরুল হক হলে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সাথে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তীব্র প্রতিযোগিতা হবে বলে ছাত্রদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের পরিচিতি অনুষ্ঠানে রাকসুর সাবেক ভিপি জনাব ফজলুর রহমান পটল ডাকসুর দুদু-রিপন পরিষদের ছাত্র নেতাদের সাথে সাধারণ ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেন। ছাত্র নেতা জনাব আমান উল্লাহ আমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই পরিচিতি অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতা ডাঃ এ, কিউ, এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল থেকে ডাকসুর সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী জনাব শামসুজ্জামান দুদু বিভিন্ন হলের ভিপি, জিএস প্রার্থীদের সাথে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেন।

পরিচিতি অনুষ্ঠানে জনাব ফজলুর রহমান পটল বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলকে ঠেকানোর জন্যই ঐক্য প্যানেল দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা সফল হবে না। কারণ সাধারণ ছাত্ররা একদলীয় বাকশালের শাসনের কথা জানে। আওয়ামী বাকশালী আমলের ৩ বছরে ৩০ হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের আমলের ডাকসু নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই হয়েছে। বিনএপির আমলে এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। জনাব পটল বলেন, ছাত্র লীগের স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেলে তারা, ঐক্য পরিষদের সবাইকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ছাত্র নেতা ও ডাকসুর সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী জনাব শামসুজ্জামান দুদু বলেন, একটি গণতান্ত্রিক সরকার ও পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই ছাত্র দল আন্দোলন করছে। ডাকসুকে আমরা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান করতে চাই না, হতে দেবো না।

প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল দুদু-রিপন পরিষদের প্রতি সমর্থন দিয়েছে। গতকাল সংগঠনের সভাপতি জনাব শহীদুল্লা খান ও সাধারণ সম্পাদক জনাব নজরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে দুদু-রিপন পরিষদকে ভোটদানের জন্য সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

পরিবহন পরিষদ মনোনীত ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদপ্রার্থী কিঙ্কিত সভাপতি জনাব মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হ্যাপি এক বিবৃতিতে তার প্রার্থী পথ প্রত্যাহার করে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল সমর্থিত পরিবহন সম্পাদক প্রার্থী জনাব ইফতেখার উদ্দিন রাজার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনসহ আরও ২/১টি ছাত্র সংগঠন গতকাল নির্বাচনী প্রচার মিছিল বের করে। বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পৃথক বিবৃতিতে ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ক্যাম্পাসে পুলিশ আমন্ত্রণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ডাকসু নির্বাচনী প্রচারের আজ শেষ দিন। এর পর থেকে কোন নির্বাচনী প্রচার মিছিল বা মিটিং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করেছেন। এবারের এই ডাকসু নির্বাচনে ডাকসুর ২০টি পদের জন্য ১৮৪ জন এবং ১৩টি হলের ১৫৬টি পদের জন্য ৯৫৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। কর্তৃপক্ষ ডাকসু নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন।

ছাত্র দল পূর্ণ প্যানেল বিজয়ী

গতকাল সিরাজগঞ্জ সরকারী ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের প্রার্থী হিসেবে সহ-সভাপতি পদে অমর কৃষ্ণ দাস এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব সাঈদুর রহমান [illegible] পূর্ণ প্যানেল [illegible]